

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সামুদ্রিক মৎস্য-২ শাখা
www.mofl.gov.bd

১৫ এপ্রিল হতে ১১ জুন ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৫৮ (আটান্ন) দিন বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে আলোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: : জনাব সুলতান সালাউদ্দিন টুকু এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ২৯/০৩/২০২৬
সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা
সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

সভাপতি, সভায় উপস্থিত এবং অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। ১৫ এপ্রিল হতে ১১ জুন ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৫৮ (আটান্ন) দিন বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। সত্যিকারভাবে আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে ৫৮ (আটান্ন) দিন বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম সফলতার সাথে ভালো করতে পারবো মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করে সভাপতি মহোদয় জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন।

০২। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অবহিত করেন যে, সামুদ্রিক সম্পদ পরিমিত ব্যবহার ও রক্ষার মাধ্যমে জনগণের প্রোটিন চাহিদা পূরণ ও জীবন জীবিকার উন্নয়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। আগামী ১৫ এপ্রিল হতে ১১ জুন পর্যন্ত মোট ৫৮ (আটান্ন) দিন বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গৃহিতব্য কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি ড. মোহাম্মদ শরিফুল আজম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে উপস্থাপনের অনুরোধ জানান।

০৩। ড. মোহাম্মদ শরিফুল আজম, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় Fishing Closure বা Ban Period একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Management tool)। বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ মূলত Multi gear and Multi species ভিত্তিক। Multi species ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষত প্রজনন মৌসুমে সমগ্র সামুদ্রিক এলাকার মৎস্য আহরণ বন্ধকরণ একটি কার্যকর পদ্ধতি। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ এবং আহরণে বন্ধ মৌসুম, একটি সমতা (Balance) সৃষ্টি করে টেকসই মৎস্য আহরণ (Sustainable Yield) নিশ্চিত করে। নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকরণের ফলে মৎস্য প্রজনন, নতুন মৎস্য জনতার প্রবেশন (Recruitment) ও পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য বৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণী যেমন ডলফিন, তিমি, শুশুক, হাঙ্গার ইত্যাদিও সংরক্ষিত হয়ে থাকে।



সমগ্র সামুদ্রিক এলাকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকরণ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত ০৩টি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে: গণসচেতনতা, আইনের প্রয়োগ এবং দরিদ্র বা প্রান্তিক জেলেদের আপদকালীন বিকল্প আয় বা খাদ্য সহায়তা (যেমন ভিজিএফ)। ১৫ এপ্রিল হতে ১১ জুন পর্যন্ত মোট ৫৮ (আটান্ন) দিন বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়নভুক্ত এলাকা হচ্ছে চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ১৪টি উপকূলীয় জেলার (কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা) ৬৭ টি উপকূলীয় উপজেলা ও চট্টগ্রাম মহানগর।

তিনি আরো জানান, সমুদ্রে ৫৮ (আটান্ন) দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নার্থে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে স্তম্ভমন্ত্রণালয়, সংস্থা, মাঠ প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন এর উপস্থিতিতে আজকের সভায় বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

০৪। জনাব মোল্লা এমদাদুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প সভাকে অবহিত করেন যে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকাল মেনে চললে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ঘটবে। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে যে বড় বরফকলগুলো আছে সেগুলোর উৎপাদন এবং বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে মৎস্য নৌযান সমুদ্রে মৎস্য আহরণে যেতে পারবে না এবং মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিরুৎসাহিত হবে। তিনি উপকূলীয় ১৪টি জেলা ও চট্টগ্রাম মহানগরসহ ৬৮টি উপজেলায়, বিশেষত ভোলা জেলার চরফ্যাশন, দৌলতখান; পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া, পাথরঘাটা; নোয়াখালী জেলার হাতিয়া; চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ, বাঁশখালি; কক্সবাজার জেলার মহেশখালি, কুতুবদিয়া, চকোরিয়া, কক্সবাজার সদর, উখিয়া, পেকুয়া এবং টেকনাফ উপজেলায় বরফকল বন্ধ অথবা সীমিত রাখার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি আরো জানান, বাণিজ্যিক এবং আর্টিসানাল মৎস্য নৌযানসমূহ নির্দিষ্ট অবতরণ কেন্দ্রে মাছ অবতরণ করে থাকে। ৫৮ দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ সময় নৌযানসমূহ যাতে সমুদ্রে যেতে না পারে এজন্য অবতরণ কেন্দ্রে নৌযানসমূহ অবস্থান নিশ্চিত করতে পারলে নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সফলতা অর্জন করবে। তিনি সমুদ্র সংলগ্ন উপজেলা মৎস্য দপ্তরসমূহকে নিবিড়ভাবে কাজ করা এবং নৌযানসমূহ যে চ্যানেল হতে বের হয় সেখানে সুনির্দিষ্ট স্থানে টহল ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

০৫। জনাব শারমিন জাহান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম সভাকে অবহিত করেন যে, ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা সফল করতে সকল কর্মসূচি সঠিক সময়ে প্রতিপালন করা হয়। তিনি সকল মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ সুবিধার আওতায় আনার অনুরোধ জানান। তিনি ভিজিএফ সুবিধার আওতায় চাল এর সাথে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি অথবা অর্থ প্রদানের বিষয়েও সুপারিশ করেন।

০৬। জনাব নওরোজ হাসান তালুকদার, ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ বলেন, সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী কমিউনিটিকে সচেতনতার মাধ্যমে ৫৮ (আটান্ন) দিন মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারলে সম্পদ রক্ষা অধিক সহজ হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী আইনের যথাযথ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বাংলাদেশ পুলিশের সার্বক্ষণিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

০৭। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, পরিচালক (অপারেশনস), বাংলাদেশ কোস্টগার্ড সভায় ২০২৫ সালে কোস্টগার্ডের ৫৮ (আটান্ন) দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম অবহিত করেন। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশ কোস্টগার্ড মৎস্য অধিদপ্তরকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবেন মর্মে তিনি সভাকে জানান। তবে প্রতিবছর অভিযানে যেসব জেলেদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হন তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলার ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানান।

০৮। জনাব গোবিন্দ রায়, উপপ্রধান বন সংরক্ষক, সভাকে অবহিত করেন, ৫৮ (আটান্ন) দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা সময়ে সুন্দরবন এলাকার কোনো জেলেদের ফিশিং পারমিট দেয়া হয়না। একইসাথে তিনি সুন্দরবন এলাকার ১৮,৫০০ জন জেলেকে ভিজিএফ প্রদানের তালিকাভুক্ত করার মাধ্যমে তালিকা হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ জানান।

০৯। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা জনাব গোবিন্দ রায়ের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সভাকে অবহিত করেন, সুন্দরবন এলাকার সকল জেলেকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভিজিএফ প্রদানের তালিকাভুক্ত করার জন্য জেলে কর্তৃক আবেদন পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া তিনি ৫৮ (আটান্ন) দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা সময়ে সমুদ্রগামী মৎস্যযানের হিসাব সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

১০। জনাব শেখ আবিদ হোসেন, সেক্রেটারি, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারীজ এসোসিয়েশন বলেন, সকল বাণিজ্যিক নৌযান ৫৮ (আটান্ন) দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা সময়ে Sailing Permission বন্ধ থাকে বিধায় মৎস্য আহরণ থেকে বিরত থাকে। তিনি ৫৮ (আটান্ন) দিন মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

১১। জনাব মোঃ সাজদার রহমান, পরিচালক, ব্লু ইকোনমি, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, ৫৮ দিন নিষিদ্ধ সময় মেনে চলার ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক যে সকল ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন ইতোমধ্যে সকল ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া তিনি উল্লেখ করেন, উপকূলীয় ১৪ টি জেলার ৬৭ টি উপজেলায় এবং চট্টগ্রাম মহানগরে সমুদ্রগামী ৩,১২,৫০০টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৫৮ দিনের জন্য ৭৭.৩৩ কেজি হিসেবে মোট ২৪,১৬৫.৬২৫ মে. টন ভিজিএফ (চাল) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র যে সকল জেলে সমুদ্রগামী তারাই এ ভিজিএফ (চাল) এর আওতাভুক্ত হবেন।

১২। জনাব মোঃ জিয়া হায়দার চৌধুরী, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), মৎস্য অধিদপ্তর তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, পূর্ববর্তী বছরগুলোর ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড, নৌপুলিশ এবং মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানের ফলে এই নিষিদ্ধ সময় মৎস্য আহরণ কার্যকরভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা সম্ভব এবং এ বিষয়ে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ এর আওতায় পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এর কতিপয় ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণের নিকট অর্পণ (Delegation of power) করা হয়েছে এবং সমুদ্রে ৫৮ (আটান্ন) দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন মাঠ পর্যায়ে যোগাযোগ, তথ্য সংগ্রহ (আইন বাস্তবায়ন ও ভিজিএফ বিতরণ) ও দৈনিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য মৎস্য ভবন, ঢাকায় কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হবে। এছাড়া, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিভাগওয়ারী মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় মৎস্য আইন বাস্তবায়ন, নিয়মিত হাট বাজার, মাছ ঘাট ও আড়ৎ পরিদর্শন করা হবে এবং এ সকল কার্যক্রমের তথ্য, ছবি ও ভিডিও সংরক্ষণ (ডকুমেন্টেশন) করা হবে।

১৩। জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল জেলা প্রশাসক ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে সকল ধরনের সভায় ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে প্রচার প্রচারণা এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানান। এ ক্ষেত্রে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা সময়কাল ও এ সময়ে করণীয় সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত একটি pop-up window এ মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটকে তাদের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের অবগতির জন্য বহুল প্রচলিত বাংলা এবং ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞার সময় নির্ধারণের উপকারিতা বিষয়ে একটি করে প্রবন্ধ প্রকাশের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন এবং বিগত বছরের ন্যায় বহল

প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও সংশ্লিষ্ট ১৪ টি উপকূলীয় জেলার স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন যে, এ নিষেধাজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য এ সময়ে নৌযান মালিকদের সচেতন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারে বিশেষ বার্তা প্রচার করা প্রয়োজন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলাগুলোর কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলোতেও একই বার্তা প্রচারের পরামর্শ দেন। এছাড়া, বিষয়টি বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে স্ক্রল আকারেও প্রচার করার পরামর্শ দেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আন্তরিকতার সাথে এ কার্যক্রম সফল হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

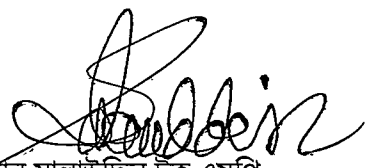
১৪। সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ অনুসারে ১৫ এপ্রিল হতে ১১ জুন পর্যন্ত মোট ৫৮ (আটান্ন) দিন বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর
০১	১৫ এপ্রিল হতে ১১ জুন পর্যন্ত ৫৮ (আটান্ন) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রকার মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, স্থানীয় প্রশাসন, নৌপুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সকল
০২	বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকাল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ১৩টি বহুল প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় জেলার ২ টি করে মোট ২৮ টি স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর
০৩	(ক) “১৫ এপ্রিল হতে ১১ জুন পর্যন্ত মোট ৫৮ (আটান্ন) দিন বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ” শীর্ষক বিষয়টি জনসাধারণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে স্ক্রল আকারে, বাংলাদেশ বেতার, সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহের কমিউনিটি বেতারে বিশেষ বার্তাটি প্রচার ও তথ্য বাতায়নে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রচার; (খ) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা সময়কাল ও এ সময়ে করণীয় সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত একটি pop-up window এ মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন; (গ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৫৮ (আটান্ন) দিন বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান কর্তৃক যে কোন প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচার; (ঘ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রণীত TVC প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
০৪	(ক) সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলায় টাঙ্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে; (খ) অবহিতকরণ/ সচেতনতামূলক সভা আয়োজন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলায় মাইকিং, ব্যানার ও পোস্টার স্থাপন, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে;	মৎস্য অধিদপ্তর এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন



০৫	কার্যক্রম বাস্তবায়নার্থে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও বাংলাদেশ নৌপুলিশ এর সহায়তা চেয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
০৬	নিষেধাজ্ঞা সময়কালে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম হতে বাণিজ্যিক ট্রলারের সমুদ্র যাত্রা আদেশ (Sailing Permission) প্রদান বন্ধকরণ;	সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর
০৭	(ক) সমুদ্রে ৫৮ (আটান্ন) দিন মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন মাঠ পর্যায়ে যোগাযোগ, তথ্য সংগ্রহ (আইন বাস্তবায়ন + ভিজিএফ বিতরণ) ও দৈনিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য মৎস্য ভবন, ঢাকায় কন্ট্রোল রুম স্থাপন; (খ) নিয়মিত হাট বাজার, মাছ ঘাট ও আড়ৎ পরিদর্শন এবং কার্যক্রমের তথ্য, ছবি ও ভিডিও সংরক্ষণ (ডকুমেন্টেশন) করতে হবে; (গ) দৈনিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রেরণ (উপজেলা » জেলা » বিভাগ » কন্ট্রোল রুম, ঢাকা) নিশ্চিত করা; (ঘ) মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিভাগওয়ারি মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে;	মৎস্য অধিদপ্তর
০৮	উপকূলীয় ১৪ টি জেলার ৬৭ টি উপজেলার এবং চট্টগ্রাম মহানগরের সমুদ্রগামী জেলে পরিবারগুলোর জন্য ভিজিএফ (চাল) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে বিধায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এর মাধ্যমে সমন্বয় করে দ্রুত বিতরণ নিশ্চিত করা;	মৎস্য অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
০৯	সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলাতে বরফকলসমূহের নিয়ন্ত্রিত বরফ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ (বিশেষ করে চরফ্যাশন, দৌলতখান, কলাপাড়া, পাথরঘাটা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, বাঁশখালী, কক্সবাজার সদর, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, চকরিয়া উখিয়া, পেকুয়া, টেকনাফ উপজেলা);	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা।
১০	এ নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বন বিভাগ কর্তৃক সুন্দরবন এলাকায় মৎস্য আহরণ পারমিট ইস্যু বন্ধ রাখার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা;	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১১	যে সকল জেলা ৫৮ (আটান্ন) দিন মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সফলতা অর্জন করবে, তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পত্র প্রদান করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর

পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


সুজ্জাতান সালাউদ্দিন টুকু এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩২/৩/২৫